হারানো দিনের মোমবাতি প্রদীপ

মুসলিম উম্মাহর নির্বাচিত কবিদের জীবনাদর্শ

হারানো দিনের রোশনাই প্রদীপ

মুসলিম উম্মাহর নির্বাচিত কবিদের জীবনাদর্শ

মুহাম্মদ আবু ইউসুফ

সম্পাদনা

আয়ান সম্পাদনা টিম

নিরীক্ষণ

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

আয়ান
প্রকাশন

হারানো দিনের সোনালি প্রদীপ

মুহাম্মদ আবু ইউসুফ

সম্পাদনা
আয়ান টিম

নিরীক্ষণ
সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা ২০২২

গ্রন্থস্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়
আয়ান প্রকাশন
ইসলামি টাওয়ার ৩য় তলা ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৭২-৪৩০৯২৯, ০১৬৩২-৪৩০৯২৯

একুশে বইমেলা পরিবেশক
সবুজ পাতা

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জা
ফেরদাউস মিক্বদাদ

ISBN : 978-984-96555-1-0

মূল্য | ৩৮০.০০ (তিনশত আশি) টাকা মাত্র

অনলাইন পরিবেশক
www.rokomari.com, www.wafilife.com
এ ছাড়াও প্রতিটি অনলাইন শপে পাচ্ছেন।

ভারতে আমাদের পরিবেশক

নিউ লেখা প্রকাশনী
৫৭ ডি কলেজ স্ট্রিট কলকাতা-৭৩

অর্পণ

আমার মা-বাবা। আমার পৃথিবীর আকাশ। যাদের সন্তুষ্টির ছায়াতলে আমার সুখ-সাফল্যের পথচলা; তাদের হায়াতে তায়্যিবা প্রার্থনায়। আর কিছু প্রানবন্ত প্রিয় মানুষ যাদের স্নেহ-ভালোবাসায় এ দীর্ঘ পথচলা। তাদের ভালোবাসা আটুট থাকুক এই কামনায়—আমার ক্ষুদ্র এই প্রয়াস।

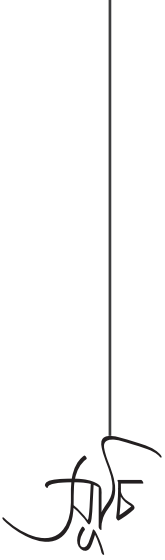

ইসলামের দৃষ্টিতে কবি ও কবিতা

কবি ও কবিতা সম্পর্কে নবিজির মনোভাব ২১
নবিজির মুখোচ্চারিত কবিতা ২৬
নবিজির প্রশংসায় বিখ্যাত কবিতা ৩১
নবিজির রওযার সামনে লিখিত কবিতা ৩৩
কবিতা সম্পর্কে সাহাবাদের মনোভাব ৩৫
কবিতায় প্রথম খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ৩৯
কবিতায় দ্বিতীয় খলিফা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ৪৪
কবি ও কবিতা ৫০
কবিতার উৎপত্তি ৫১

প্রথম অধ্যায়

কবি কাআব ইবনু যুহাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু ৫২
কবি হাসসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু ৫৮
কবি আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু ৬৯
কবি খুবাইব ইবনু আদী রাদিয়াল্লাহু আনহু ৮১
লাবিদ ইবনু বারিআ রাদিয়াল্লাহু আনহু ৮৮
তুমাদির বিনতে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ৯৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহাকবি ওমর-আল-খৈয়াম ৯৮
ইসলামি পুনর্জাগরণের মহাকবি ১০৭
আল্লামা শেখ সাদী রাহিমাহুল্লাহু ১১৩
ফরিদ উদ্দিন আত্তার (রাহিমাহুল্লাহু) ১১৮
মাওলানা জালালুদ্দিন রূমি রাহিমাহুল্লাহু ১২৫
মহাকাব্যের মহাকবি ফেরদৌসি ১৪৬
পারস্য কবি মোল্লা জামী রাহিমাহুল্লাহু ১৫১
আল্লামা কবি ইকবাল ১৫৪

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা ভাষার ব্যবস্থা পর্যালোচনা ও মুসলিম কবিগণ ১৭০
আমাদের জাতীয় কবি ১৮২
কাজী নজরুল ইসলাম ১৮২
ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে ২০০
মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই ২০২

প্রাককথন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। যিনি তার আপন দয়া ও কৃপাতে ঈমান ও ইসলামের নেয়ামত দান করেছেন। দরূদ ও সালাম পাঠ করছি সর্বকালের সর্বোত্তম মহামানব, মানবতার দিশারী, রিসালাতের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহক রাসূলে আরাবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। যার আত্মত্যাগ ও সীমাহীন নিষ্ঠার বিনিময়ে ইসলামের দ্বীপ্ত আলো আমাদের নিকট এসে পৌঁছেছে।

আর সেই দ্বীপ্তময় নববির আলো ছড়িয়ে দিতে কলমের ভূমিকা অপরিসীম। কলমের দান তো মূলত রাব্বুল আলামিনের ইহসান। কলমের দান পেতে হলে যেতে হবে রবের কলমের দুয়ারে। দু'হাত পেতে চাইতে হবে রবের দরবারে। কলমের সাথে গড়তে হবে কলবের বন্ধন। কলম যখন গ্রহণ করে কলবের বন্ধন, কলমের মুখ থেকে তখন উচ্চারিত হয় আলোর ফোয়ারা কিংবা কল্যাণের ঝর্ণাধারা।

এই কলমের মাধ্যমে কলবের বন্ধন গড়ার যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা কোনটাই নেই আমার। তথাপি রব্বে কারিমের অফুরন্ত রহমতের উপর ভরসা করে কলম তুলে নিলাম। আর আল্লাহ তাআলাই সর্বোত্তম ভরসার উপযুক্ত ও উত্তম পথপ্রদর্শক।

সকল ভাষারই প্রধানত দু'টি রূপ থাকে। গদ্য বা পদ্য! গদ্য যা দ্বারা মানুষে মনের ভাব প্রকাশ এবং পরস্পর ভাব বিনিময় করা যায়। গদ্য থেকে ছন্দবদ্ধ ও মিলযুক্ত গদ্যে রূপ নেয় পদ্য। এই ছন্দবদ্ধ ও মিলযুক্ত বাক্য মানুষ হৃদয়ে প্রভাবিত করে গদ্যের চেয়ে বেশী।

মানব জীবনের মাতৃভাষায় কবিতার প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। শব্দের গাঁথুনিমালায় কাব্য নি:সন্দেহে হয়ে উঠে বর্ণাঢ্য, বৈচিত্রময়। বাক্য ছন্দের ঝংকার যে শুধুমাত্র মানব মনকে আন্দোলিত করেছে তাই নয় বরং অবলা পশুর হৃদয়কেও

ছন্দের গাঁথুনিমালা আন্দোলিত করে তোলে। তার ভেতরজুড়ে এক নবউদ্যমতা বয়ে আনে। আরবের লোকজন অধিকাংশই ছিল যাযাবর জাতি। মরুভূমির তপ্ত ও রুক্ষ জীবনে তারা ক্লান্ত হয়ে পাহাড়ের পাদদেশে ঝর্ণা ও তৃণভূমির সন্ধান পেয়ে মনে যখন কিছুটা শান্তির ছোয়া অনুভব করতো, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার সে অনুভূতি ও উপলব্ধি ভাষায় প্রকাশ পেতো। এভাবেই সুরের ঝংকার নিয়ে আত্মপ্রকাশ হয় নির্ঝর কবিতা। কবিতা নিয়ে কবিদের ময়দান বিশাল দিগন্তজুড়ে। কবিতা বিশ্ব সাহিত্যের একটি প্রধান শাখা। কবিতা বিশ্ব সাহিত্যিকদের একটি বড় অংশকে ঘিরে রেখেছে।

মরুভূমিতে উট ছিল আরবদের বাহন ঘোড়া। দীর্ঘ পথ চলতে চলতে উটগুলো যখন ক্লান্ত হয়ে পড়তো তখন সুরের মধুময় ঝংকার তাদের মধ্যে নবউদ্যমতা সৃষ্টি করতো। কবিতার ছন্দের তালে তালে অবসন্ন ক্লান্ত মরুযানগুলো দ্রুত ছুটে চলতো গন্তব্য অভিমুখে।

কবিতার ছন্দ এক জাদুময়ী চাবিকাঠি। কবিতা সাহিত্যের মূল ডঙ্কা। যেকোন ভাষা সাহিত্য চর্চা ও আয়ত্ত্ব করতে হলে কবিতাকেও চর্চাক্ষেত্র বানাতে হয় কারণ সকল ভাষা সাহিত্যের প্রধান রূপ হল কবিতা। কবিতা বাদ দিয়ে কোন ভাষা ও সাহিত্য চর্চার গভীর জলকূপে ডুব দেয়া যায় না।

কবিতা মহান সৃষ্টিকর্তার ঐশ্বরিক দান। জীবন ও জগত সম্পর্কে যাদের চিন্তা ও দর্শন সম্পূর্ণ আলাদা। সাধারণের দৃষ্টিতে যা তুচ্ছ ঘটনামাত্র কবির কাছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অন্তরের গভীর অনুভব শক্তিকে তারা মানুষের কাছে পরিচিত ভাষায় ব্যক্ত করতে পারেন।

কবি সাহিত্যিকরা ভাষার সেবক। তারা নচি রচনাসম্ভার ও ভাষাশৈলী উপহার দিয়ে ভাষা-সাহিত্যের সেবা করে যান। ভাষার বসনে তারা সৌকরের মণিহার ও অলংকার পরিয়ে দেন। তাদের অবদান পাথেয় করে এগিয়ে চলে প্রতিটি জাতির বহুমাত্রিক ও সুদীর্ঘ অভিযাত্রা।

আমি আমার এই গ্রন্থে' ইতিহাসের সেরা মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের সাথে পাঠকদেরকে সামান্য পরিচয় করিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি। আরবী, বাংলা, উর্দূ ও ফার্সীসহ আরো বিভিন্ন ভাষায় এসব কবি সাহিত্যিকদের বিপুল কীর্তি রয়েছে। যাদেরকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলা হচ্ছে ধীরে ধীরে। এমন হাজারো

কবি-সাহিত্যিক রয়েছেন যারা আজীবন সাহিত্য সাধনা করে দেশ ও সমাজে রেখেছেন অসামান্য অবদান কিন্তু জীবন কাটিয়েছেন সাধারণভাবে। আমাদের দেশের বিখ্যাত লেখক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ক'জনই বা এরূপ ঔদার্য ও সহমর্মিতার পরিচয় দিতে পারেন! অবশ্য তাদের দুনিয়াবী স্বীকৃতি ও সম্মানের লোভ ছিল না মোটেও। তাদের চাওয়া ছিল একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি।

তারা নিজ ভাল কাজগুলো দিয়ে বিশ্বকে মাতিয়ে গেছেন। যাদের অবদান আজ মানুষ স্বাচ্ছন্দে স্বীকার করে নেয়। এমন অনেক গুণিজন রয়ে গেছেন যাদের কথা আমার এই ছোট্ট পরিসরে আসেনি।

ভাষাকে কেন্দ্র করে পৃথিবীতে অসংখ্য জনপদ ও মানবপল্লী বেড়ে উঠেছে। নদীর স্রোতে যেমন সদা বহমান, ভাষার গতিও তেমনই অনিঃশেষ ধাবমান। কালের পরিক্রমায় ভাষার গতি কখনো ব্যাহত হয় না। হয়তো মোড় নেয় ভিন্নদিকে। উন্নতির শিখরে নয়তো পতনের গহ্বরে। পৃথিবীর প্রতিটি ভাষায় রয়েছে নিজস্ব মাধুর্যতা, ছন্দের মহিমা ও শব্দবৈভবের কারিশমা। নির্মাণশৈলী ও বর্ণনায়নের রূপময়তা।

ভাবের যে বর্ণনাভঙ্গি ও নির্মাণশৈলী হৃদয়াঙ্গনে সৃষ্টি করে নিসর্গের ব্যঞ্জনা, গ্রোতস্বিনীর কল্লোল এবং আরো যা কিছু ভাষাকে দেয় শ্রুতির মধুরতা ও পাঠের মনোহর সুখ। সেটিকে আমরা সাহিত্য বলতে পারি। ভাষা ও সাহিত্য অঙ্গাঙ্গিভাবে একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে জীবনযাত্রায় ভাষা ও সাহিত্যের আবেদন অত্যান্ত ব্যাপক ও বহুধাবিস্তৃত।

কবি-সাহিত্যিকরা ভাষার সেবক। তারা নিজ রচনাসম্ভার ও ভাষাশৈলী উপহার দিয়ে ভাষা-সাহিত্যের সেবা করে যান। ভাষার বসনে তারা সৌকরের মণিহার ও অলংকার পরিয়ে দেন। তাদের অবদান অবলম্বন করে এগিয়ে চলে প্রতিটি জাতির বহুমাত্রিক ও সুদীর্ঘ অভিযাত্রা।

সাহিত্যের রকমফের ও অনেক প্রকারভেদ রয়েছে। ইসলামি সাহিত্য ও অনৈসলামিক সাহিত্যকে প্রধানতম হিসেবে ধরা যায়। এ দু'টি দিয়ে আলোচনার অবকাঠামো দাঁড় করানো যায়।

ইসলামি সাহিত্যের রয়েছে আদিগন্ত বিস্তীর্ণ কথকতা, যা বিশদ আলোচনার

দাবি রাখে। আমি এই গ্রন্থে' শুধু ইসলামি সাহিত্যের কালজয়ী কবিদের জীবন থেকে অতিসংক্ষেপে কিছু আলোচনা করেছি।

বইটি সংকলনে আমি চেষ্টা করেছি বিস্তর আলোচনা এড়িয়ে যেতে। জীবনের শুধু প্রয়োজনীয় অংশগুলো পাঠকের সামনে তুলে ধরতে। যেন তারা কবিদের জীবনের সার ও সর হৃত গৌরবময় অধ্যায় পুনরুদ্ধার করতে পারে। আমাদের ইতিহাস আমাদের সম্মান। কোন বেঈমান যেন আমাদের ঐতিহ্য, অবদান এবং সম্মান হরণের সাহস না পায়। যুগ-যুগান্তর ইতিহাসের পাতায় আমাদের ইতিহাস গৌরবময় হয়ে থাকুক অম্লান।

কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি তাদের যারা আমার লেখালেখির প্রতি প্রথম থেকে উৎসাহ প্রদান করেছেন। সেই কৈশর থেকেই। আমার প্রিয় উস্তায মাও. শহিদুল ইসলাম সাহেব। যার অনুপ্রেরণায় আমার হাতে সর্বপ্রথম কলম উঠে।

তাছাড়া যারা যেভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন আমাকে সহযোগিতা করার মনন এদের অটুট থাকুক। এই-ই চাওয়া। তদুপরি এই বইয়ের ব্যাপারে যাদের কাছে অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা পেয়েছি তাদের কাছেও আমি ঋণী। আমার লেখার প্রতিটি অক্ষর পৌছে দিন আমার পুণ্যের পাল্লায় এবং তিনি সই সব সাথীদের উত্তম প্রতিদান দিন যারা তাদের সাধ্যের সীমায় থেকে যে কোনো মূল্যে হোক আমাকে সহযোগীতা করেছেন। মহান প্রতিপালকের কাছে থাকবে এই প্রার্থনা!

নির্ভুল লেখায় ও তথ্যে সাধ্য অনুপাতে চেষ্টা করা হয়েছে। চেষ্টা পূর্ণ হয়েছে কিনা বলতে পারছি না। কারন কবিদের জ্ঞান ও তাদের ভাষাজ্ঞান উভয় ক্ষেত্রেই আমি তালিবুল ইলম। তারপরও যদি কোন ভুল-ত্রুটি থেকে যায়। মেহেরবান পাঠকবর্গের কেউ জানালে সানন্দে ঋণ স্বীকার করে তা সংশোধন করবো। ইনশাআল্লাহ!

মুন্‌শী মুহাম্মদ আবু ইউসূফ
১৯/০১/২০২১ইং

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾
وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ
ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾

> ‘বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে। তুমি কি দেখনা যে, তারা প্রতি ময়দানে উদভ্রান্ত হয়ে ফিরে? এবং এমন কথা বলে, যে তারা করে না। তবে তাদের কথা ভিন্ন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহকে খুব স্মরণ করে এবং নিপীড়িত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। নিপীড়নকারীরা শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থান কিরূপ।[১]

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কবিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,

هو كلام، فحسنه حسن و قبيحه قبيح

> ‘কবিতা হলো বাক্যমালা তার ভালগুলো ভাল, এবং মন্দগুলো মন্দ।’[২]

[১] সূরা শুআরা: ২২৪-২২৭।
[২] সুনানে দারে কুতনি।

ইসলামের দৃষ্টিতে কবি ও কবিতা

ইসলাম মানবতার কল্যাণে নিবেদিত একটি পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যমূলক জীবনব্যবস্থা। মানবজীবনের প্রয়োজনীয় ও কল্যাণকর সার্বিক বিষয়ে ইসলাম চমৎকার দিকনির্দেশনা দিয়েছে। মানব সভ্যতার রূপায়ণে কবি ও কবিতা এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। কবি ও কবিতা কালের মহান এক সাক্ষী। মানব মনন, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক।

ইসলামের দৃষ্টিতে কবিতা দু'ধরনের- একটি সত্য ও সুন্দরের পথপ্রদর্শক। অপরটি মানব সভ্যতার জন্য ধ্বংসাত্মকস্বরূপ। যা অকল্যাণকর ও কুরুচিপূর্ণ বিষয়ের ধারক-বাহক। ইসলাম একদিকে যেমন কল্যাণকর সাহিত্যের সৃষ্টিতে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছে ঠিক তেমনি সভ্যতার জন্য ক্ষতিকারক ও অশ্লীল সাহিত্যের প্রতি কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। কুরআনুল কারিমে কবিদের নামে সুনিপূর্ণ বর্ণনা সমৃদ্ধ 'আশ-শুআরা' নামক পূর্ণাঙ্গ একটি সূরা রয়েছে। উক্ত সূরায় আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾

> 'এবং কবিদের যারা অনুসরণ করে তারা বিভ্রান্ত। আপনি কি দেখেন না যে তারা প্রতি ময়দানেই উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং এমন কথা

> বলে যা তারা করে না। তবে তাদের কথা ভিন্ন যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে এবং অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অত্যাচারীরা অচিরেই জানতে পারবে তারা কোন্ স্থানে ফিরছে।'[৩]

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা, হাসসান বিন সাবিত, কা'ব ইবনু মালিক প্রমুখ সাহাবাগণ যারা কবি ছিলেন তারা কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আসেন। তারা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। আমরাও তো কবিতা রচনা করি। এখন আমাদের কী হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আয়াতের শেষাংশ পাঠ কর। এ আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, তোমাদের কবিতা যেন অনর্থক ও ভ্রান্ত উদ্দেশ্যে প্রণোদিত না হয়। তোমরা আয়াতের শেষাংশে উল্লিখিত কবিদের অন্তর্ভুক্ত।

আলোচ্য আয়াতে একদিকে বিপথগামী মুশরিক কবিদের চিহ্নিত করা হয়েছে। অপরদিকে তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে সত্য ও পতাকাবাহী মুমিন কবিদের শ্রেষ্ঠত্ব নিরুপণ করে তাদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে কবি পরিবারে শুভাগমন করেছিলেন। তার মা আমেনা বিনতে ওয়াহ্হাবও একজন স্বভাবজাত কবি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতার ইন্তেকালের পর নবিজির মা আমিনা যে শোকগাথা রচনা করেছিলেন তা ইতিহাসের পাতায় প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। নবিজির চাচা আবু তালিবও ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ কবি। খোলফায়ে রাশেদিনের মাঝে তিন জন কবি ছিলেন। তারা হলেন, আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবি সাহাবাদেরকে পুরস্কৃত করতেন। গণিমতের অংশ কবিদের মাঝে বিতরণ করতেন। কখনো কখনো নাম উল্লেখ করে কবি সাহাবাদের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করে উৎসাহিত করতেন। মেধাবী কবি কাব ইবনু জুহাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবিজির হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। নবিজির আদর্শে বিমোহিত হয়ে নবিজির প্রশংসায় কবিতা রচনা করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নিজ হাতে ডোরাকাটা চাদর

[৩] সূরা শুআরা: ২২৪-২২৭।

উপহার দেন। [৪]

কবিদের মাঝে হাসসান বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সম্মানে ভূষিত করেন। তাঁকে মসজিদে নববির মাঝে বসাতেন। কবি সাহাবা হাসসান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলা হতো 'শায়েরুর রাসূল' বা রাসূলের কবি। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে কবিতা আবৃত্তি শুরু করতেন। তার কবিতা আবৃত্তির সময় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন,

'হাসসানের জিভ যতদিন রাসূলের পক্ষ হয়ে কবিতার বাণী শুনিয়ে যাবে ততদিন তার সঙ্গে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম থাকবে।'

বিখ্যাত কবি আনতারা বিন শাদ্দাদ আরবের অন্যতম সৈনিক কবি ছিলেন। সহজ শব্দে কঠিন মনোভাব প্রকাশে তিনি ছিলেন পারঙ্গম। এক সময় তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার কবিতা শোনাচ্ছিলেন, যখন তিনি এই পংক্তি পর্যন্ত পৌঁছলেন,

'আশা লয়ে মনে
হালাল রিজিকেরো তরে
বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছি যে কত শত
রিযিকের উপযুক্ত যেন হতে পারি ততো'

তখন প্রিয় নবি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুগ্ধ ও অভিভুত হয়ে শ্রোতাদের বলেন¾'কোন আরবীর প্রশংসা শুনে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আমি অনুপ্রাণিত হয়নি। কিন্তু সত্য বলতে কী, আমি এই কবিতা রচয়িতার সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ বোধ করছি।

কবি ও কবিতার মর্যাদা আছে বলেই পবিত্র কোরআনে 'আশ শুআরা' নামে একটি সূরার নাম করণ করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে এ সূরায় ঘোষণা করেন—'এবং বিভ্রন্তরা কবিদের অনুসরণ করে। আপনি দেখেন না, তারা প্রতিটি উপত্যকায় উদ্ভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়ায় এবং এমন সব কথাবার্তা বলে, যা তারা করে না। তবে তাদের

[৪] আল ইকদুল ফারীদ: ৩/৪০১।

কথা ভিন্ন যারা বিশ্বাস করে। সৎকর্ম সাধন করে ও আল্লাহকে অত্যাধিক স্মরণ করে এবং নিপীড়িত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।'[৫]

উল্লেখিত আয়াতে ভাল ও মন্দ দু'ধরনের কবিতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

কুরআনুল কারিমে কোন বক্তব্য জোরালোভাবে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে প্রথমে নেতিবাচক দিকটা উল্লেখ করা হয়। যেমন 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাক্যের মাঝে হয়েছে। এরপর ইতিবাচক দিক তুলে ধরা হয়। তাই কুরআনুল কারিমে প্রথমে মন্দ কবির ভৎর্সনার পর ভালো কবিদের উৎসাহিত করা হয়েছে।

প্রকৃত পক্ষে আরবরা ছিল কবিতা পাগল ও কবিতাকে লালন-পালনকারী। জাহিলী যুগে অনেক মন্দ দিকের মধ্যে একটি ভালো দিক হলো তারা কবিতা ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন।

জাহিলী যুগে আরবে ওকাজের মেলা বসতো। সে মেলায় কবিতা উৎসব ও প্রতিযোগিতার বসতো। সে কবিতা উৎসবে সর্বশ্রেষ্ঠ সাতটি কবিতা স্থান পেয়েছিল। তা পবিত্র কাবা ঘরের দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখে দেয়া হয়। এসব কবিতার লেখক ছিল ইমরুল কায়েস। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমরুল কায়েসের কবিতা সম্পর্কে বলেছেন,

> 'তিনি কবিদের শীর্ষে তবে জাহান্নামীদেরও নেতা।'

তাকে কবিদের শীর্ষে সম্মান দেয়ার কারণ হলো— ভাষার প্রাঞ্জলতা, শব্দ ব্যবহারে নীপুনতা, অভিনব উপমা ও জীবনবোধের অপূর্ব দ্যোতনা। এসব কারণে ইমরুল কায়েসের কবিতা ১৪ শত বছর ধরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য সূচিতে সংযোজন রয়েছে।

যারা কবি তারা স্বভাবতই কিছুটা ভাবুক, কল্পনাপ্রবণ ও আবেগী হয়ে থাকে। এটা তাদের স্বভাবধর্ম। কল্পনাপ্রবণ ও আবেগী না হলে কাব্য সৃষ্টি করা যায় না। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে কবিদের প্রতি বিশেষ এক দান। যে কারণে সাধারণ মানুষ যা পারে না তারা তা পারেন। তাদের কাব্য দক্ষতার কারণেই তাদেরকে কবি বলা হয়।

কবিদের এই ভাবের জগৎ ও কল্পনা প্রবণতা থেকে দূরে রাখা মূলত আল্লাহ

[৫] সূরা শুআরা: ২২৮-২২৭।

কবি ও কবিতা সম্পর্কে নবিজির মনোভাব

প্রতি মুমিনের অন্তরেই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসা স্থান করে নিয়েছে। তিনিই মুমিনদের প্রকৃত প্রেমাস্পদ। তাঁরই প্রেম-মাধুরী মুমিনদের অন্তরে শক্তি-সাহস যোগায়। নবিজির ভালবাসা শক্তিহীন আত্মায় নবচেতনা সঞ্চার করে।

মানুষ যখন আত্মমর্যাদা ও আত্মপরিচয় বিস্মৃত হয়ে অধঃপতনের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছিল, মানবতার এমনই এক দুর্দিনে বিশ্ব মানবের প্রকৃত সুহৃদ ও কল্যাণকামী, ত্রাণকর্তা ও মুক্তিদাতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুক্তির জিয়নকাঠি নিয়ে আবির্ভূত হন। এ সত্য সমাজের সবখানেই প্রতিফলিত হয়েছিল। তথাপি সাহিত্য নিয়ে তিনি তাঁর সুস্পষ্ট মনোভাব বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন সময়ে ব্যক্ত করেছেন। পাশাপাশি চিন্তা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছেন।

কবিতায় যেমন ভালো দিক রয়েছে, তেমনিভাবে মন্দ দিকও রয়েছে। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ বিষয়ে দু'ধরনের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। মন্দ ও অশ্লীল কবিতার প্রতি ছিল তাঁর বিরূপ মনোভাব। এগুলো শুনতে ও আবৃত্তি করতে স্বভাবতই তিনি নিরুৎসাহিত করেছেন। এ জাতীয় কাব্য রচয়িতার ব্যাপারে তিনি বিরাগ-ধারণা পোষণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন,

'তোমাদের কারো পেটে অসৎ কাব্যের বসত হওয়ার চেয়ে সে পেটে পুঁজ জমে তা পঁচে যাওয়া অনেক উত্তম।'

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হাদিসটি শুনে বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবিতা দ্বারা ওই সমস্ত কবিতা বুঝিয়েছেন, যাতে তাঁর কুৎসা বর্ণিত হয়েছে। ইবনু রাশীক তার উমদা গ্রন্থে' এর ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে সেই ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, যার অন্তরে কবিতা এমনভাবে বদ্ধমূল হবে কিংবা কবিতায় সে এমনভাবে মত্ত হবে যে কারণে কবিতা তাকে দীন থেকে উদাসিন করে রাখে। যে কবিতা তাকে আল্লাহ তাআলার যিকর, নামায ও কুরআন তিলাওয়াত থেকে বিরত রাখে। এক্ষেত্রে শুধু কবিতাই নয় বরং যে সব জিনিস আল্লাহর স্বরণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় সে সব জিনিসই বর্জনীয়। যেমন জুয়া খেলা। আর যেসব কবিতা এ ধরনের নয় বরং তা সাহিত্য, কৌতুক ও নৈতিকতা শিক্ষা দেয় তাতে কোনো দোষ নেই।সে কারণে খুলাফায়ে রাশেদিন, বহু উচ্চ পর্যায়ের সাহাবা, তাবেঈ, ফকিহ প্রমুখগণ কবিতা আবৃত্তি করেছেন। অপরদিকে তিনি ভালো কবিতা সম্পর্কে তার উচ্চাসিত প্রশংসা করেছেন। কোথাও আগ্রহ ভরে আরো শুনতে চেয়েছেন। কোথাও সে সব কবিতা আবৃত্তি করতে সাহাবা কবিদের নির্দেশ দিয়েছেন। সে সব কবিতা বলতে বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। কোথাও সে কবিদের প্রতি সমবেদনা ও সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন। কখনো কখনো কবিকে পুরস্কৃতও করেছেন। আবার কখনো স্বয়ং নিজেই কবিতা আবৃত্তি করেছেন।

কবিতা সম্পর্কে তাঁর সাধারণ মনোভাব ব্যক্ত করে তিনি বলেছেন—'কবিতা তো এক ধরনের কথামালা। আর কথার মধ্যে যেগুলি উত্তম ও সুন্দর, কবিতার মধ্যেও সেগুলো উত্তম ও সুন্দর। আবার কথার মধ্যে যেগুলি খারাপ ও ঘৃণিত, কবিতার মধ্যেও সেগুলো খারাপ ও ঘৃণিত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—'কবিতা কথার মতই। ভালো কথা যেমন কল্যাণময় হয় তেমনি ভালো কবিতাও কল্যাণ বয়ে। মন্দ কবিতা মন্দ কথার মতই মন্দ।"[৭]

ইবনু রাশীক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ উমদায় উদ্ধৃত করেছেন, কবিতা সুসমঞ্জস্য কথামালা। যে কবিতা সত্যনিষ্ঠ সে কবিতা কল্যাণময়। আর যে কবিতায় সত্যের অপলাপ হয়েছে সে কবিতায় কোনো কল্যাণ নেই।

[৭] . আদাবুল মুফরাদ, ইমাম বুখারি।